তারিখ 6 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

সংবাদ

তদবিরের চাপে বেসামাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের তদবিরের চাপে বেসামাল হয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল একদিনেই ৫০ জনের বেশি সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর প্রতিনিধি নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তদবির নিয়ে আসেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। বিভিন্ন জেলার শত শত শিক্ষক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিও ভিড় জমায় মন্ত্রণালয়ে। সবার লক্ষ্য যেভাবেই হোক নিজ নিজ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করাতেই হবে। একেক জন সংসদ সদস্য নিজ এলাকার ১০ থেকে ১৫টি করে প্রতিষ্ঠানের তদবির নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সব তদবির ও চাপ উপেক্ষা করে আজ প্রকাশ করা হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার-বেতনের সরকারি অংশ) তালিকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (ীীী.সড়বফঁ.মড়া.নফ) নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও তালিকা প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গতকাল সরেজমিনে দেখা যায়, নিজেদের এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনতে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট সত্তরে ৫০ জনের বেশি সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এমপিওভুক্তির তদবির ও সুপারিশ নিয়ে আসে। বিভিন্ন জেলার স্থানীয় নেতা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও বিভিন্ন মন্ত্রীর সুপারিশ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ঘুরাফেরা করছেন।

চাপে। পৃষ্ঠা ১১ ক : ৬

চাপে : বেসামাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও তদবির নিয়ে আসছেন। তদবিরবাজদের প্রচণ্ড চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান। যশোর, সিরাজগঞ্জ, পিরোজপুর, নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ সংসদ সদস্যই গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদবির নিয়ে আসেন।

এমপিওভুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের চাপ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বুধবার 'সংবাদ'কে বলেছেন, আমাদের ওপর মাননীয় এমপি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রচণ্ড চাপ ও সুপারিশ আছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তারা নির্বাচনী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য তদবির করতেই পারেন। তাদের তদবির ও চাপের প্রতি সম্মান রেখে আমরা যত দ্রুত সম্ভব তালিকা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। তবে কোন প্রতিষ্ঠানকেই নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এমপিওভুক্তি দেয়া হচ্ছে না বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আমরা যত দ্রুত সম্ভব এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। সার্বিক কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এই মুহূর্তেই তালিকা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। দ্রুত তালিকা প্রকাশ করতে পারলেই আমরা ঝামেলামুক্ত হই।

বৃহস্পতিবারে এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে কী না সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়ন একটি জটিল কাজ। কারণ বিভিন্ন ক্যাটাগড়ির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করেছে। সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তও বিভিন্ন পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করা খুব কঠিন বিষয়। তাছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ করাও খুব জটিল বিষয়।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এমপিওভুক্তির তালিকায় সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে বরিশাল ও রাজশাহীর অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হচ্ছে। তালিকায় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়কেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে সার্কুলার জারি আগামী সপ্তাহেই নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদা করে চিঠি দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের ফলে বর্তমান সরকার নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিকরণের জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এ টাকার মধ্যে ১ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলা হয়। সেই অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪০০টি বিদ্যালয়, ১০টি স্কুল এন্ড কলেজ, ১১৫টি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ১০০টি মাদরাসা, ৩০০টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ৭৫টি কলেজকে এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজ নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার জন্য নানাভাবে সংশ্লিষ্টদের চাপ প্রয়োগ করে। এতে মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নে ধীরগতির পথ বেছে নেয়। অবশেষে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, সাধারণ কলেজ এবং মাদ্রাসা এমপিওভুক্তিকরণের সংখ্যা কমিয়ে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে মন্ত্রণালয়। এখন ১১২ কোটি টাকার মধ্যেই কমপক্ষে ১ হাজার ২০০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, একটি কলেজকে এমপিওভুক্ত করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা দিয়ে কমপক্ষে ৫টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে। তাছাড়া এমপিওভুক্তির জন্য নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবেদনও পড়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তদবিরবাজদের ঝামেলা এড়াতে মন্ত্রণালয় ও মাউশি'র বাইরে বেনবেইজ থেকে নতুন এমপিওভুক্তিকরণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। গত মাসের ১৮ তারিখ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এসএম গোলাম ফারুক, যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) রাকিবুর রহমান, মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদের নেতৃত্বে তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।

২০০৪ সাল থেকে দেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ আছে। সারাদেশে ২৬ হাজার ৩৪০টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এরমধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫ হাজার ৫১৫টি, মাদরাসা ৭ হাজার ৩৪৪টি, কলেজ ২ হাজার ৩৮৬টি এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ১ হাজার ৯৫টি।